লিটন মাহমুদ গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

‎গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে লিটন মাহমুদকে। ‎গত বুধবার দুপুরে প্রেসক্লাবের জরুরি সভায় ক্লাবের সকল সদস্যদের সম্মতিতে তাকে এই পদে মনোনীত করা হয়।

‎জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন

‎এসময় বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি সাহাজুল ইসলাম সাজু, সাবেক সভাপতি এম এ লিংকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি মাসুম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম কবি, অর্থ সম্পাদক ইজাজ হোসেন ছোটন, ক্লাবের সদস্য আখতারুজ্জামান আক্তার, মাহাবুল ইসলাম, সাঈদ হাসান, ফিরোজ হোসেন পলাশ, হাসানুজ্জামান প্রমুখ।

এর আগে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিয়াদুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রেসক্লাবের শৃঙ্খলা ভংঙ্গের অভিযোগ ওঠায় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যহতি দেয়া হয়।

‎সাধারণ সম্পাদক মিয়াদুল ইসলামের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসে চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে।

এঘটনায় বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। মিয়াদুল ইসলাম নিজেকে ভূঁয়া সাংবাদিক ও চাঁদাবাজ মুচলেকা দেন।

এসব বিষয় অভিযোগ ওঠায় ঘটনাটি সত্য মিথ্যা তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পর পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে চাঁদাবাজি বন্ধ না করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

ঝিনাইদহ পৌরসভার হাটবাজারে অতিরিক্ত খাজনা আদায় ও খাজনার নামে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ইজারাদারের বিরুদ্ধে খাজনার নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শহরের নতুন হাটখোলা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করেন ব্যবসায়ীরা।

এ সময় বাজারের মাছের আড়ৎদার বাদশা বুলবুল, আব্দুল করিম মিয়া; কাঁচামালের আড়ৎদার হুমায়ন কবির কল্লোল এবং গোস্ত ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার দোহাই দিয়ে এবং ইজারামূল্য অতিরিক্ত নির্ধারণের অজুহাতে ইজারাদার খেয়ালখুশিমতো খাজনা আদায় করছেন। খাজনার রশিদ ছাড়াও ইজারাদার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে চাঁদা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

বাদশা মিয়া ও হাফিজুর রহমান নামে দুই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, আগে এক মণ কাঁচামালে চার টাকা খাজনা ছিল। এখন সেই খাজনা প্রতি মণে ১৬০ টাকা দিতে হচ্ছে। চটের খাজনা আগে ১৫ থেকে ২০ টাকা ছিল, এখন দ্বিগুণ আদায় করা হচ্ছে। একজন গৃহস্থ চারটি কদু বিক্রি করতে এসে ৫০ টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

কুরবান আলী ও হাবিবুর রহমান বলেন, একটি ছাগল বিক্রি হলে দুই হাজার টাকা খাজনা আদায় করা হচ্ছে। অথচ আগে এত টাকা খাজনা দিতে হয়নি। খাজনা আদায়ের রশিদ না দিয়েই জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন।

ব্যবসায়ীরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রশাসন যদি খাজনার নামে বেপরোয়া চাঁদাবাজি বন্ধ না করে, তবে হাটবাজার বন্ধ করে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ইজারাদার আক্তার হোসেন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আগে যেমন খাজনা আদায় করা হতো, এখনো সেই নিয়মেই খাজনা আদায় হচ্ছে। নিয়মের বাইরে কিছু করা হচ্ছে না। ঝিনাইদহ পৌরসভাকে খাজনার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য একাধিকবার বলা হলেও তারা তা দেয়নি। এ কারণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, খাজনার নামে ইজারাদারের লোকজন যদি অতিরিক্ত টাকা আদায় করে, তবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক টাকাও যাতে বেশি নিতে না পারে, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে হাটের ইজারা বাতিল করা হবে।

চাঁদাবাজি বন্ধে এমপি আলী আজমের কঠোর হুঁশিয়ারি

চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মো. আবু বকর।

তিনি বলেন, “সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কষ্ট করে ছোট ছোট যানবাহন চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু একটি চক্র সেই খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। এই চাঁদাবাজি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।”

রবিবার দুপুরে চাঁদাবাজি বন্ধে হরিণাকুণ্ডু ও ঝিনাইদহ শহরে মাইকিং কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মোড়ে আয়োজিত এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এমপি আলী আজম মো. আবু বকর বলেন, “সাধারণ মানুষ আলমসাধু, ভ্যান ও রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু হরিণাকুণ্ডু শহরের কিছু ব্যক্তি এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। এসব চাঁদাবাজের লজ্জাও লাগে না।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা চাঁদাবাজি বরদাশত করবো না। যারাই চাঁদাবাজি করবে, তারা যত বড় শক্তিশালীই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। যে বা যারা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত, আজ থেকেই তা বন্ধ করুন। যদি চাঁদাবাজি না ছাড়েন, তাহলে আইনগতভাবে কীভাবে ব্যবস্থা নিতে হয়, তা আমার জানা আছে।”

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় সকল আসামি খালাস

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলার সব আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ-১ম আদালতের বিচারক মো: ইমদাদুল হক এ রায় ঘোষণা করেন।

খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- নাজনিন খান প্রিয়া, মতিয়ার রহমান, মামুন শাহজাহান, নেহাল , জয়, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা খাতুন। অপর ২ আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন মারা গেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ভুলে আসামিরা খালাস পেয়েছেন। রায়ের কপি হাতে পেলে বোঝা যাবে তদন্তে গাফিলতি আছে কি না।

মামলার পটভূমি গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি ছিলেন নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খান।

তদন্তে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের তথ্য। প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের

প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হতো।

পুলিশি অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শেষে মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

উল্লেখ্য, এর আগে একই কাল্ডের পর্ণগ্রাফি মামলায় নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও সহযোগী শাহজাহানকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। অপর আসামি নেহাল ও জয়কে ৬ বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ জরিমানা করা হয়। তবে জয় এখনো পলাতক রয়েছে, বাকিরা উচ্চ আদালত আপিল করে জামিনে রয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় চাঁদাবাজি ও হুমকির শিকার ব্যবসায়ীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় কুবীর কসাই গংয়ের হুমকি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মিজানুর রহমান বলেন, তিনি দীর্ঘ বছর সৌদি আরব প্রবাসী ছিলেন। বিদেশ যাওয়ার আগে থেকেই তিনি বাড়ির পাশে একটি মুদি দোকান দিয়ে ব্যবসা করতেন। সৌদি আরব যাওয়ার পরও তার দোকান পরিবারের লোকজন চালু রেখেছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আবারও ব্যবসা শুরু করেন।

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কুবীর কসাই গং তাকে বিভিন্ন সময় হুমকি ধামকি দিচ্ছিল। গত ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি তার দোকানে বসে ছিলেন। এসময় কুবীর কসাই, শামীম, ডাবলু, লাল্টু, মিন্টু ও হান্নানসহ বেশ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে মুখ বেধে টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে তার দোকানে প্রবেশ করে। তারা ৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবী করে এবং না দিলে জীবন নাশের হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে, জীবন বাঁচাতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। বাকি টাকার জন্য তারা ১৫ দিনের সময় দেয়। টাকা দিতে না পারায় তিনি বর্তমানে তার দোকানে বসতে পারছেন না। মিজানুর রহমান ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। এ বিষয়ে তিনি আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এবং আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এমতাবস্থায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন মিজানুর রহমান।

চাঁদাবাজির অভিযোগে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফ কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক আব্দুর রউফের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানা পুলিশ সে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফকে গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে আদালতে নিলে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিচারক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদের ভাই শামীম বাদি হয়ে

চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৩ তারিখ ৩০/০৭/২৫ ইং।

সাংবাদিক আব্দুর রউফ সোমবার বিকালে গ্রাম্য ডাক্তার আব্দুল মাবুদের কাছে ভয়ভীতি দেখিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেন এবং পরের দিন বুধবার সন্ধ্যায় পুনরায় একই ব্যক্তির কাছে মোটা অংকের টাকা চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ ওঠে।

গত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফোন করে আবারো টাকা দাবি করে। সন্ধ্যায় পুনরায় টাকা আনতে গেলে তাকে পরিচয়পত্র দেখাতে বলেন ভুক্তভোগীরা। এসময় সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোটার হিসেবে পরিচয়পত্র দেখান। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন দেখে স্থানীয় জনতা আব্দুর রউফকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর খবর পেয়ে সেখানে আসলে রউফকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরে সেনাবাহিনী আব্দুর রউফকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
এঘটনা আব্দুল মামুদের ভাই মমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বুধবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, বহুল আলোচিত আব্দুর রউফ ভারত থেকে অবৈধভাবে এসে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় বসবাস করছেন। তার পিতার নাম জমির উদ্দিন। পরে সে বিয়ে করে স্থায়ী হন। ইতোপূর্বে সে মল্লিকপাড়া এলাকায় সবুজ ছায়া নামে একটি ক্লিনিক খুলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। সে ডাক্তার না হয়েও তার নামের পূর্বে ডাক্তার যোগ করে প্রতারণা করছিলেন। পরে ক্লিনিকটিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেই প্রশাসন। এরপর পরই সে সাংবাদিকের খাতায় নাম লেখান। স্খানীয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কার্ড নিয়ে এলাকায় দেদারছে চাঁদাবাজি করে আসছিলো। গত বছরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চাঁদাবাজি করতে গেলে ওই ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে সদও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সে বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়। তারপরেও তার চাঁদাবাজি থেমে থাকেনি। তবে এত কিছুর পর আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার কিভাবে নিয়োগ পেল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জনসাধারণের মাঝে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে আব্দুর রউফকে বারবার চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হলেও চাঁদাবাজের গডফাদার থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এলাকাবাসির

দাবী চাঁদাবাজ আব্দুর রউফের গডফাদারকেও ধরে আইনের আওতায় আনা হোক।

তবে, এব্যাপারে পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে সাংবাদিক রউফ, গণধোলাই শেষে সেনাবাহিনীকে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে পল্লী চিকিৎসকের কাছে দ্বিতীয় দফায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে আব্দুর রউফ (৫০) নামের এক কথিত সাংবাদিককে গণধোলাইয় শেষে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গরছে।

আটকের পর আব্দুর রউফ নিজেকে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেন এবং পরিচয় পত্র দেখান।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতোয়ার রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদ জানান, কথিত ওই সাংবাদিক আমার চেম্বারে গতকাল এসে সিভিল সার্জন এবং জেলা প্রশাসনের নাম করে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিশ হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যাায় সে আবারো চেম্বারে আসে। এবার সে বলে, আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সিভিল সার্জন এবং ডিসি অফিসে গেছে। সিভিল সার্জনকে ঠেকাতে হলে বিশ হাজার টাকাতে হবেনা। আবারও টাকা দিতে হবে। এক পর্যায়ে সে আরও ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনার পর আমরা গাংনীর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে আব্দুর রউফ নামে কোনো সাংবাদিক আছে

কিনা। তারা জানান, এই নামে কোনো সাংবাদিক নেই। এরপর আমরা তার কাছ থেকে পরিচয় পত্র দেখতে চাই। এক পর্যায়ে সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের পরিচয় পত্র দেখান। পরে স্থানীয় জনতা তাকে গণপিটুনি দিয়ে গাংনী সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন।

এঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে গাংনী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে জানা গেছে, কথিত ওই সাংবাদিক আব্দুর রউফের বাড়ি ভারতে। সে বৈবাহিক সূত্রে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াতে বসবাস করে আসছেন। সে প্রথমদিকে নিজেকে চিকিৎসক দাবি করতেন। নিজের নামের সাথে ডাক্তার যুক্ত করে ডাক্তার আব্দুর রউফ লিখতেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় ও ভূয়া ডাক্তারখানা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে সে নিজেকে সাংবাদিক বনে যান। ২০২৩ সালে মেহেরপুর শহরের এক সার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি করে। পরে সেটি ফেসবুকে ভাইরাল হলে ওই সার ব্যবসায়ীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। গত বছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে চাঁদাবাজি করেন। পরে তিনি থানায় অভিযোগ দিলে পা ধরে মাফ চান এবং টাকা ফেরত দিয়ে আসেন।

স্থানীয়রা আরও জানান, আব্দুর রউফ এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্লিনিকসহ বিভিন্ন স্থানে চাঁদা দাবী করে আসছেন। সূর্যোদয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তিনি চাঁদাবাজীতে লাগামছাড়া হয়েছেন। বিভিন্ন অফিস-দপ্তরে গিয়ে নানা ধরণের হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদা দাবী করে আসছেন। চাঁদা না দিলে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চাঁদাবাজি নয়, ভাঙারি দোকানের ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্বেই

মিটফোর্ড হত্যাকাণ্ড: পুলিশ

পুরান ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় ভাঙারি দোকানের নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিরোধের জেরেই সোহাগকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার (১২ জুলাই) দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘অপরাধীদের সঙ্গে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, মিটফোর্ড এলাকায় একটি ভাঙারি দোকানের ব্যবসায় কারা অংশ নেবে, তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব চলছিল। সেই দ্বন্দ্ব ও লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ থেকেই ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনার পর এখন পর্যন্ত র্যাবের হাতে দুজন এবং পুলিশের হাতে তিনজনসহ মোট পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

মামলা নিতে চায়নি পুলিশ এমন অভিযোগ সত্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। শুরু থেকেই আমরা ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এই মামলার তদন্ত করছি না। আমাদের কাছে অপরাধই মুখ্য। কারও রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের বিবেচ্য নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সোহাগের আগের কর্মকাণ্ডগুলোও খতিয়ে দেখছি। যদি তার পূর্ববর্তী কোনো বিষয়ে হত্যার কারণ থেকে থাকে, সেটিও আমলে নেয়া হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে জানান হয়, তদন্তের এ পর্যায়ে চাঁদাবাজির কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যতটুকু তথ্য মিলেছে, সবই পারস্পরিক ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব এবং আর্থিক লেনদেন ঘিরেই।

গত ৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের তিন নম্বর গেটসংলগ্ন রজনী ঘোষ লেনে সোহাগকে কুপিয়ে এবং মাথায় বড় পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়

নেটিজেনদের মাঝে।

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বাংলাদেশি গ্রেফতার

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। সম্প্রতি এক অভিযানে চাঁদাবাজি করার সময় তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, চাঁদাবাজি চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, যত্রতত্র দোকান বসানো এবং সেসব দোকান থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গ্রেফতার বাংলাদেশির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনি অর্থ আদায়সহ একাধিক অভিযোগে মামলা করা রয়েছে।

কুয়েতে ফুটপাতে দোকান বসানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে আইন অমান্য করে অনেক বিদেশি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ফুটপাত, মসজিদের সামনে, শহর এলাকার বিভিন্ন গলিতে অস্থায়ী দোকানের পশরা সাজিয়ে বসে।

এসব দোকানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় একটি চাঁদাবাজ চক্র। অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রের সদস্যরা নিয়মিত দোকানিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে। এমনকি কিছু প্রবাসী বাংলাদেশিও এই চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

সূত্র: সময় টিভি ।

দামুড়হুদায় চাঁদাবাজি মামলায় আটক-১

দামুড়হুদা উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামে চাঁদাবাজি অভিযোগে সমুয়েল মন্ডল মোংলা নামের একজনকে ধরে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করেছে স্থানীয় জনগণ।

সমুয়েল মন্ডল মোংলা (৫০) কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার মৃত-শান্তনা মন্ডলের ছেলে। আজ সোমবার সকাল ৯ টার দিকে অভিযোগ তুলে দামুড়হিদা মডেল থানার সোপর্দ্য করে স্থানীয়রা।

অভিযোগ সূত্র থেকে জানাযায়, গত ০৫/০১/২০২৪ ইং তারিখে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার মৃত-শান্তনা মন্ডলের ছেলে সমুয়েল মন্ডল মোংলাসহ আরো অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন মিলে বাঘাডাঙ্গা মিশন পাড়ার অনন্ত মন্ডলের ছেলে স্বপন মন্ডলকে কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুলের পিছনে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আমার নিকট ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। এক পর্যায়ে তার বাড়ির লোকজন আাসিয়া তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে সে মুক্ত হয়।

পরবর্তীতে ২৩/০৬/২০২৫ ইং তারিখে সকাল অনুমান সাড়ে ৭ টার দিকে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে স্বপন মন্ডল বসত বাড়িতে অবস্থান করাকালীন সময়ে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার সমুয়েল মন্ডল মোংলা এসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ও তার এনআইডি কার্ড দিতে বলে। সে টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজসহ মারমুখী আচরন করিয়া সজোরে তার মুখে থাপ্পড় দিয়ে আহত করে।

ঐ সময় তারা উচ্চস্বরে বলিতে থাকে টাকা না দিলে তোকে এখানেই খুন করিয়া ফেলিবো বলিয়া আরো মারধর করিবার উদ্দেশ্যে পায়তারা করিতে থাকে। পরের স্থানীয়রা এসে তাকে আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করে। এই মর্মের স্বপন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।